গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন-৩ শাখা

বিষয়ঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্পসমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এর অধীনস্থ পরিবেশ অধিদপ্তর ও বন বিভাগ এর সাথে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমন্বয় সাধনের নিমিত্তে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	কবির বিন আনোয়ার সিনিয়র সচিব
সভার তারিখ	১১-০৪-২০২১।
সভার সময়	বেলা ১২.০০ ঘটিকা।
স্থান	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক।

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (উন্নয়ন-২), পাসম, বাপাউবো কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কয়েকটি প্রকল্পের সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত উপস্থাপন করেন।

২। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :

ক্র:	প্রকল্পের নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
১	ভূমি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত “উড়ির চর নোয়াখালী ক্রসড্যাম” নির্মাণ প্রকল্প	যুগ্মসচিব (উন্নয়ন-২), পাসম জানান প্রকল্পটির পরিবেশগত ছাড়পত্র না থাকায় গত ২৮-১১-২০১৯ তারিখে পরিবেশের ছাড়পত্র সংযুক্ত করে পুনরায় পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। পবিবেশের ছাড়পত্র প্রাপ্তির লক্ষ্যে বাপাউবো কর্তৃক নিয়োগকৃত কনসালটেন্ট (Dev Consultant Ltd) গত ৩১-০৫-২০২০ তারিখে EIA প্রতিবেদন দাখিল করেন। বাপাউবো হতে গত ২৮-০৭-২০২০ তারিখে EIA প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করা হয়। পরিবেশগত ছাড়পত্র না পাওয়ায় প্রকল্পটি অনুমোদন হচ্ছে না। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন, ক্রসড্যাম নির্মাণের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় স্টাডি করে ১৯টি ক্রয়ড্যাম নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তার মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত “উড়ির চর নোয়াখালী ক্রসড্যাম” নির্মাণ করা হবে। এ বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান, দাখিলকৃত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সর্বশেষ গত ১০-০৩-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির সভায় ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। এ বিষয়ে সভাপতি সন্তোষ প্রকাশ করেন।	অতিদ্রুত প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়নে: পরিবেশ অধিদপ্তর।

২	“ভোলা জেলার সর্ব দক্ষিণের বিচ্ছিন্ন জনপদ ঢালচরের জেলে নৌকাসমূহের প্রতিকূল আবহাওয়ায় নিরাপদ আশ্রয়ের লক্ষ্যে বনের মধ্যে দিয়ে যাতায়াতের জন্য বিদ্যমান ‘মাঝের চর’ খালটির পুন:খনন কাজ	যুগ্মসচিব (উন্নয়ন-২), পাসম জানান, ভোলা জেলার সর্বদক্ষিণে দ্বীপ ইউনিয়নের মধ্যে অবস্থিত “মাঝের চর” খালটির দৈর্ঘ্য প্রায় তিন কিঃমিঃ। পলি জমা হওয়া ও দীর্ঘ দিন খনন না করায় খালটি ভরাট হয়ে যাচ্ছে। পর্যাপ্ত গভীরতা না থাকায় দুর্যোগপুর্ণ আবহাওয়ায় অধিকাংশ জেলে নিরাপদ আশ্রয়ের লক্ষ্যে নৌকা নিয়ে উক্ত খালের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করতে পারে না। সেক্ষেত্রে নৌকাগুলিকে উত্তাল মেঘনায় নোঙ্গর করতে হয়। ফলশ্রুতিতে প্রায়:শ অনেক নৌকা ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং প্রাণহানিও ঘটে। কিন্তু বন বিভাগের আপত্তির কারণে খালটি পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক খনন করা সম্ভব হচ্ছে না। জনাব মো: আমির হোসেন, প্রধান বন সংরক্ষক বলেন, ঐ এলাকায় চারটি খাল রয়েছে। মাঝের চর খাল ছাড়াও অন্য খাললোতে নৌকা বাধা যায়। মাঝের চর খালটি খনন করা হলে খালের দুই পাশে প্রায় ৫০০ শতাধিক গাছ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও পরবর্তীতে জেলেরা নৌকাসহ এ খালে অবস্থান নিলে মাছ লোড-আনলোড ও যাতায়াতের কারণে ভবিষ্যতে বনের আরও ক্ষতি করতে পারে। এ খালটির পুন:খনন কাজ বাদ দেয়ার জন্য সভায় অনুরোধ করেন। এ বিষয়ে সভাপতি যৌথসার্ভে করে বিকল্প খালসমূহ পুন:খনন করা যায় মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন। বন বিভাগ ও বাপাউবোর সমন্বয়ে একটি যৌথ কমিটি গঠন এবং হাইড্রোমরফলজিক্যাল ও ব্যাথমেটিক সার্ভে করে খাল পুন:খনন করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন। এ পর্যায়ে প্রধান বন সংরক্ষক জানান, ঐ এলাকায় প্রায় ৬৬,০০০ হেক্টর জমি রয়েছে। সিইজি আইএস কর্তৃক স্টাডি করা হচ্ছে। সিইজিআইএস এর স্টাডির ভিত্তিতে সেখানে গাছ লাগানোর পরিকল্পনা রয়েছে।	(ক) ভোলা জেলার ঢালচর এলাকায় মাঝের চর খালটি পুন:খনন না করে হাইড্রোমরফলজিক্যাল ও ব্যাথমেটিক্যাল সার্ভে সম্পন্ন করে বিকল্প খাল পুন:খননের উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাস্তবায়নে: বাপাউবো/বন বিভাগ। (খ) সমুদ্র তীরবর্তী এ সকল চর এলাকার চ্যানেলসমূহে গাছ রোপনের পূর্বে বাপাউবোর এর ভবিষ্যত পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় করে নিতে হবে। বাস্তবায়নে: বাপাউবো/বন বিভাগ।

৩	“চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি ও হাটহাজারী উপজেলায় হালদা নদী ও ধুরং খালের তীর সংরক্ষণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ” শীর্ষক প্রকল্প	যুগ্মসচিব (উন্নয়ন-২), পাসম জানান, প্রকল্পটি গত ০২/১০/২০১৮ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। উক্ত প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার কর্তৃক ইতোমধ্যে ১,৪০,৭৪১টি সিসি ব্লক তৈরি করা হয়েছে। প্রকল্পের কার্য সাইটে নির্মাণ সামগ্রী নেয়ার মত কোন সড়ক নেই। ফলে হালদা নদীর পথ ব্যতিত কার্য সাইটে অন্য কোনভাবে বালি আনার সুযোগ না থাকায় ৩৯০৬৮টি জিও ব্যাগ ডাম্পিং কাজ করা যাচ্ছে না। অন্যদিকে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে হালদা নদীতে সারাবছর ইঞ্জিন চালিত নৌকা চলাচল নিষিদ্ধ হওয়ায় কর্ণফূলী নদী হতে নৌ পথে বালি পরিবহণ সম্ভব হচ্ছে না। এ কারণে নদী ভাঙ্গন রক্ষার্থে চলমান কাজ বর্তমানে বন্ধ আছে। এ ব্যাপারে প্রধান প্রকৌশলী, বাপাউবো, চট্টগ্রাম বলেন, শুধুমাত্র বাপাউবো’র চলমান প্রকল্প কাজের জন্য সাময়িকভাবে হালদা নদীতে নৌযান চলাচলের অনুমতি প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম-কে অনুরোধ করা হয়েছে। জিও ব্যাগ ডাম্পিং করতে না পারলে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। প্রকল্পটি ৩০ জুন/২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আছে। ফলে জিও ব্যাগ ডাম্পিং করার অনুমতি প্রয়োজন। এ পর্যায়ে সভাপতি বলেন, বর্তমানে হালদা নদীতে মা মাছ ডিম পাড়ার উপযুক্ত সময়। ফলে এ সময়ে জিও ব্যাগ ডাম্পিং করার অনুমতি দেয়া হবে না। এ বিষয়ে অপেক্ষা করার জন্য সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন। হালদা নদীকে রক্ষা করতে হলে স্টাডি করে বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন মর্মে সভায় মতামত ব্যক্ত করেন। এ পর্যায়ে সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বলেন, সরকার কর্তৃক হালদা নদীকে বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এ বিষয়ে ইতোপূর্বে মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর ও বাপাউবোর সমন্বয়ে একটি স্টাডি করা যেতে পারে মর্মে সভায় মতামত ব্যক্ত করেন। এ পর্যায়ে সভাপতি হালদা নদী নিয়ে অনলাইনে একটি ওয়ার্কসপ করার বিষয়ে সহমত প্রকাশ করেন। বাপাউবোকে ওয়ার্ক সপ করার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) বর্তমানে হালদা নদীতে মা মাছ ডিম পাড়ার উপযুক্ত সময় হওয়ায় এ সময় ইঞ্জিনচালিত নৌকা চলাচল করা যাবেনা বিধায় মাছের ডিম পাড়ার মৌসুম শেষে প্রকল্প সাইটে জিও ব্যাগ ডাম্পিং করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাস্তবায়নে: বাপাউবো। (খ) হালদা নদীকে রক্ষা করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণের লক্ষ্যে মৎস্য বিভাগ, বাপাউবো ও পরিবেশ অধিদপ্তরের সমন্বয়ে একটি স্টাডি করার বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাস্তবায়নে: পরিবেশ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর ও বাপাউবো। (গ)হালদা নদী নিয়ে অনলাইনে একটি ওয়ার্কসপ করার উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাস্তবায়নে: বাপাউবো ও সিইজিআইএস।

৪	বাপাউবো কর্তৃক বাস্তবায়ীত "চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই উপজেলায় মহামায়া সেচ প্রকল্প"	যুগ্মসচিব (উন্নয়ন-২), পাসম জানান, বাপাউবো কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে মিরসরাই এর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে Irrigation সুবিধাসহ প্রকল্প এলাকাটি একটি দৃষ্টিনন্দন পর্যটন এলাকায় পরিণত হয়েছে। বর্তমানে বন বিভাগ কর্তৃক প্রকল্প এলাকায় প্রবেশের জন্য Visitor/Tourist দের কাছ থেকে প্রবেশমূল্য হিসাবে অর্থ আদায় করা হচ্ছে। Stakeholder হিসেবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও বন বিভাগ যৌথভাবে পর্যটকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করার প্রস্তাব পেশ করেন। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন, বাপাউবো প্রকল্প এলাকা রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। এক্ষেত্রে বাপাউবো ও বন বিভাগ সমন্বিতভাবে পরীক্ষা করে প্রকল্প এলাকার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করার বিষয়ে সভাপতি মত প্রকাশ করেন। এ পর্যায়ে বন বিভাগের প্রতিনিধি বলেন, সিজিআইএস এর মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় একটি ফিজিবিলিটি স্টাডির কাজ চলমান রয়েছে। যখন ২০১০ সালে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয় তার পরবর্তী সময়ে একটি প্রজ্ঞাপন এর মাধ্যমে বাপাউবোকে জমি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। সে সময়ে বন বিভাগ ও বাপাউবোর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করার জন্য সভা হয়েছিল। কিন্তু বাপাউবো কর্তৃক এখনও MoU স্বাক্ষর করা হয়নি। এ বিষয়ে সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করে বাপাউবোর সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত মহাপরিচালককে MoU স্বাক্ষর করার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব সকল বিষয়ে সহযোগিতা করার জন্য আশ্বাস প্রদান করেন।	(ক) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও বন বিভাগ কর্তৃক সমন্বিতভাবে প্রকল্প এলাকা রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য সমন্বয়পূর্বক পরবর্তীতে কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাস্তবায়নে: বাপাউবো/বন বিভাগ। (খ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাপাউবো ও বন বিভাগের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়নে: বাপাউবো/বন বিভাগ।
৫	"মাতারবাড়ি ২X৬০০ মে: ও: বিদ্যুৎ প্রকল্পের ৬.৫ কি: মি: বাঁধ-কাম-রাস্তা ও ব্রিজ নির্মাণ" প্রকল্প	যুগ্মসচিব (উন্নয়ন-২), পাসম জানান, পরিবেশ অধিদপ্তরের গত ০৪-০২-২০২১ তারিখের পত্রে "প্রকল্পের সংযোগ সড়ক (৬.৫ কি: মি:) অংশে নদীর তীরভূমি সংলগ্ন ভরাটকৃত স্থানে ১ কি: মি: রাস্তা সম্পর্কে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপস্থিত প্রতিনিধিগণ জানান যে, নদীর অপর পাশে ড্রেজিং এর মাধ্যমে প্রশস্ততা বাড়ানো হবে এবং নদীর প্রবাহ স্বাভাবিক রাখা হবে" এ ধরনের বিষয় উল্লেখ করে সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত পত্রে বাপাউবোর প্রতিনিধির বিষয়ে যে বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে তা সঠিক নয় মর্মে বাপাউবো থেকে জানানো হয়েছে। অপরদিকে কোহেলিয়া নদীর স্বাভাবিক পানি প্রবাহ নিশ্চিতকরণ ও নদীতে বিদ্যমান জীব বৈচিত্রের সুরক্ষার স্বার্থে প্লাবন ভূমি দখল করে বাস্তবায়নাধীন সড়ক নির্মাণ কাজটি বন্ধ করে বিকল্প পথে রাস্তা নির্মাণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে ডিও পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত ডিও পত্রের ফলে চলমান কাজটির বাস্তবায়ন বন্ধ আছে। এ বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান, ২০১৬ সালে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরকে সংযোগ সড়ক নির্মাণের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। ঐ সময় সড়কের পাশে ভরাট করার মাধ্যমে প্রশস্ততা বাড়ানোর বিষয়টি উল্লেখ ছিল না। পরবর্তীতে অননুমোদিতভাবে ভরাট কাজ করা হয়েছে।	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর ও বাপাউবো কর্তৃক সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ পূর্বক সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজ করতে হবে। সমন্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। বাস্তবায়নে: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর ও বাপাউবো

৩। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কবির বিন আনোয়ার
সিনিয়র সচিব

স্মারক নম্বর: ৪২.০০.০০০০.০৩৬.১৪.০০৪.১৫-১৮৮

তারিখ: ১২ বৈশাখ ১৪২৮
২৫ এপ্রিল ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২) মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি ভবন, ৭২ গ্রীনরোড, ঢাকা।
৪) মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, রমনা, ঢাকা।
৫) প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৬) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন উইং, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
৭) অতিরিক্ত সচিব , উন্নয়ন অনুবিভাগ , পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
৮) প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, বনভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৯) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পুর্ব রিজিয়ন), পুর্ব রিজিয়ন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
১০) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন), পশ্চিম রিজিয়ন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
১১) যুগ্মসচিব, জেলা ও মাঠ প্রশাসন অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১২) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা উইং, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
১৩) যুগ্ম সচিব, যুগ্মসচিব উন্নয়ন-২ এর দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
১৪) নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর এনভায়ারনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস), বাড়ী নং-৬, সড়ক নং-২৩/সি, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।
১৫) প্রধান প্রকৌশলী (পুর), প্রধান প্রকৌশলী (পুর), পরিকল্পনা এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
১৬) প্রধান প্রকৌশলী , প্রধান প্রকৌশলী, ডিজাইন, ঢাকা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
১৭) প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম।
১৮) প্রধান প্রকৌশলী, পূর্বাঞ্চল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুমিল্লা।
১৯) প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষিণাঞ্চল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বরিশাল।
২০) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
২১) নির্বাহী প্রকৌশলী, নোয়াখালী পওর বিভাগ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নোয়াখালী।
২২) নির্বাহী প্রকৌশলী, ভোলা পওর বিভাগ-২, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, চরফ্যাশন, ভোলা।
২৩) নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-১, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম।
২৪) প্রোগ্রামার, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সভার কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

নাজমুল ইসলাম ভূইয়া
উপসচিব